ইউনিট ১২

ফ্যাশন, স্টাইল ও ডিজাইন

ভূমিকা

পোশাকের সাথে ফ্যাশন, স্টাইল ও ডিজাইনের সম্পর্ক রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন কারণে পোশাকের ব্যবহারে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এ ধরনের পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ জড়িত। পোশাকের এসব ভিন্নতা থেকেই ফ্যাশন, স্টাইল ও ডিজাইনের উৎপত্তি।

ফ্যাশন হচ্ছে যুগের চাহিদা যা সমাজে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য। যুগধর্মী স্টাইল হচ্ছে ফ্যাশন। প্রচলিত কোন স্টাইল যখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। স্টাইল হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধারা। এই ধারার ব্যাপক ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতার ফলে ফ্যাশনে পরিণত হয়।

ডিজাইন শব্দটি গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফ্যাশন ও স্টাইলের সাথে ডিজাইন জড়িত। ডিজাইন ছাড়া কোন ফ্যাশন বা স্টাইল সৃষ্টি করা যায়না। ডিজাইনের সাহায্যে পোশাককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১ : ফ্যাশন ও স্টাইল

পাঠ - ১২.২ : ডিজাইন

পাঠ- ১২.৩ : ফ্যাশন চক্র, ফ্যাশন পরিবর্তন ও পোশাক শিল্পে ফ্যাশনের ভূমিকা

পাঠ - ১২.৪ : পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়

পাঠ-১২.১ ফ্যাশন ও স্টাইল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফ্যাশন ও স্টাইলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্যাশন ও স্টাইলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্যাশন ও স্টাইলের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

ফ্যাশন

ফ্যাশন হচ্ছে গ্রহণযোগ্য প্রচলিত ধারা। স্টাইলের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ফ্যাশনের জন্ম যা অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্যাশন স্টাইলের প্রতিচ্ছবি হলেও স্টাইল থেকে আলাদা। একজনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যখন অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন সেটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ডায়না কাট চুল, মুজিব কোট প্রভৃতি। ডায়নার চুল কাটা তার নিজস্ব স্টাইল। কিন্তু ডায়নার মত করে অনেক যখন চুল কাটাল তখন সেটি ফ্যাশনে পরিণত হলো। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে যে বৈশিষ্ট্য প্রশংসিত হয়, তা অনেকের মধ্যে যখন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তখন তা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। ফ্যাশনের ফলে একঘেয়েমি দূর হয়। নতুনত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

ফ্যাশনের বৈশিষ্ট্য

ফ্যাশনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-

১. অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যাশন বিস্তার লাভ করে।
২. বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব ফ্যাশনে ফুটে ওঠে।
৩. একদিকে ফ্যাশন অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী আচরণ হলেও অন্যদিকে এর স্থায়িত্ব পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে।
৪. ফ্যাশন কখনো সমূলে উচ্ছেদ হয় না, কারণ পুনরায় পরিমার্জিত, পরিবর্তিত হয়ে নতুনভাবে অতীতের ফ্যাশন বর্তমানে স্থান করে নেয়।
৫. পোশাক তৈরির মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে সজ্জামূলক ডিজাইনের সাহায্যে পোশাকের সামনে বা পিছনের অংশ আকর্ষণীয় করে ফ্যাশন সৃষ্টি করা হয়।
৬. ব্যবসায়িক স্বার্থে বস্ত্রশিল্পগুলো নতুন ধরনের স্টাইলের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করে নতুন ফ্যাশনে প্রচলন করে।

স্টাইল

স্টাইল হলো ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। নিজস্ব চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। স্টাইল হলো ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো স্টাইল। স্টাইলের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

স্টাইলের বৈশিষ্ট্য

১. স্টাইলে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও কলাকৌশল লক্ষ্য করা যায়।
২. ব্যক্তির সৃজনশীলতার পরিচয় স্টাইলের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।
৩. স্টাইলের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ, চিন্তাচেতনা, গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
৪. স্টাইলের আবির্ভাব ঘটে ধীরে ধীরে কিন্তু এর বিলুপ্তি হয় না।
৫. ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্টাইলের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।
৬. স্টাইলের নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে।

ফ্যাশন ও স্টাইলের সম্পর্ক

ফ্যাশন ও স্টাইল দুটি আলাদা শব্দ হলেও ওতোপ্রোতভাবে এরা সম্পর্কিত। ফ্যাশন স্টাইলের জীবন্ত রূপ। সৌন্দর্য বিকাশ ও বৈচিত্র্য আনয়নে ফ্যাশনের সূচনা। ফ্যাশন একটি যুগ বা সময়ের স্টাইল। একজন ব্যক্তির নিজস্ব রুচিবোধ, পছন্দ ও বৈশিষ্ট্য হলো স্টাইল।

ফ্যাশন ও স্টাইলের পার্থক্য

১. স্টাইল ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব কিন্তু ফ্যাশন সার্বজনীন বা সবার জন্য।
২. স্টাইল ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ অন্যদিকে ফ্যাশন সমাজের চাহিদা ও মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।
৩. স্টাইলের পরিবর্তন বা বিলুপ্তি ঘটে না পক্ষান্তরে ফ্যাশনের পরিবর্তন বা বিলুপ্তি ঘটে।
৪. স্টাইল ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ফ্যাশন দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে।
৫. স্টাইলের আকর্ষণ স্থিতিশীল হয় কিন্তু ফ্যাশনের আকর্ষণ তীব্র হয়।
৬. স্টাইলে সীমাবদ্ধতা আছে ফ্যাশনে সীমাবদ্ধতা নেই।
৭. স্টাইলের জন্য শিল্পনীতি ও শিল্প উপাদানের জ্ঞান প্রয়োজন কিন্তু ফ্যাশনে শিল্পনীতি ও শিল্প উপাদানের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।
৮. স্টাইল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অপরদিকে ফ্যাশন সমষ্টিকেন্দ্রিক।

শিক্ষার্থীর কাজ	ফ্যাশন ও স্টাইলের মধ্যে পার্থক্য করুন।

সারাংশ

সমাজে প্রচলিত ধারাই হল ফ্যাশন। কোন ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার স্টাইল। কোন একজনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যখন অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন সেটি ফ্যাশন এ রূপ নেয়। স্টাইল ব্যক্তির নিজস্ব কিন্তু ফ্যাশন সার্বজনীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি ফ্যাশনের বৈশিষ্ট্য?
ক) ফ্যাশন অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করে
খ) ফ্যাশনে ব্যক্তির সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়
গ) ফ্যাশনে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও কলাকৌশল লক্ষ্য করা যায়
ঘ) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ফ্যাশনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২। স্টাইলের বৈশিষ্ট্য হলো-
i) স্টাইলের ব্যাপক ব্যবহার
ii) স্টাইলের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ ও গুণাবলির প্রকাশ
iii) স্টাইলে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-১২.২ ডিজাইন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাকের ডিজাইন বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- পোশাকে ডিজাইনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ডিজাইন হচ্ছে পোশাকের সুশৃঙ্ক্ষলিত পরিকল্পনা। ডিজাইন ছাড়া ফ্যাশন ও স্টাইল হয় না। রং, রেখা, আকারের পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে ডিজাইনের সৃষ্টি হয়। পোশাকের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজাইনের ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং সৌন্দর্য বর্ধন করে ডিজাইন। পোশাকে দু'ধরনের ডিজাইন দেখা যায়।

১। গঠনমূলক ডিজাইন

২। সজ্জামূলক ডিজাইন।

চিত্র ১২.২.১ : পোশাকের গঠনমূলক নকশা

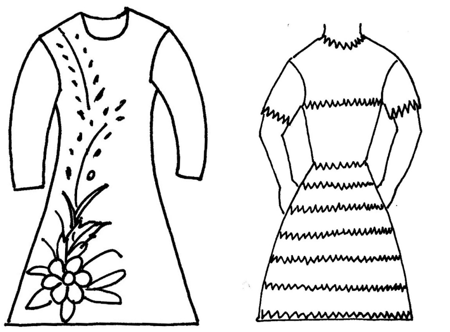

চিত্র ১২.২.২ : পোশাকের সজ্জামূলক নকশা

গঠনমূলক ডিজাইন

পোশাকের আকার আকৃতি দেয়ার জন্য যে ডিজাইন ব্যবহার করা হয় তা হলো গঠনমূলক ডিজাইন। গঠনমূলক ডিজাইনের গুরুত্ব পোশাকের ক্ষেত্রে বেশি। গঠনমূলক ডিজাইন নির্ভর করে পোশাকের প্রত্যেক অংশের রেখা, আকার ও আকৃতির উপর। গঠনমূলক ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যাতে দেহের গঠন, পোশাকের আকার আকৃতি ও রেখার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। যেমন-একটি কামিজ বা বেবি ফ্রক তৈরির সময় প্রথমে গঠনমূলক ডিজাইন তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ উক্ত পোশাকটির হাতা, গলা, লম্বা চওড়া ইত্যাদি কেমন হবে তা প্রথমে ঠিক করতে হবে। গঠনমূলক ডিজাইনে পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের আনুপাতিক মিল বা সমাঞ্জস্য থাকতে হবে। যেমন- গলা, কাঁধ, হাত, কোমর, লম্বা ইত্যাদির আনুপাতিক মিল বা সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

সজ্জামূলক ডিজাইন

পোশাকে গঠনমূলক ডিজাইন তৈরির পর গঠনমূলক ডিজাইনের সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কোন নকশা, পাইপিং, অ্যাপ্লিক, কুচি, এমব্রয়ডারি করা হয়। একে সজ্জামূলক ডিজাইন বলে।

গঠনমূলক ডিজাইন পোশাকটিকে দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। ফলে পোশাকটি আরামপ্রদ, মানানসই ও উপযোগী হয়। অপরদিকে সজ্জামূলক ডিজাইন পোশাকের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। ফলে পোশাকে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। সর্বোপরি পোশাকে নতুনত্ব প্রকাশ পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	গঠনমূলক ও সজ্জামূলক ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য করুন।

সারাংশ

পোশাকের জন্য গঠনমূলক ও সজ্জামূলক পরিকল্পনাই পোশাকের ডিজাইন। পোশাকের আকার আকৃতির জন্য পরিকল্পনা হল গঠনমূলক ডিজাইন এবং গঠনমূলক ডিজাইনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নকশা প্রণয়নকে সজ্জামূলক ডিজাইন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোশাকের গঠনমূলক ডিজাইন বলতে কী বোঝায়?
ক) ব্যক্তির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য ডিজাইন
খ) পোশাকের আকার আকৃতি দেয়ার জন্য ডিজাইন
গ) পোশাক নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য ডিজাইন
ঘ) পোশাকের বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য ডিজাইন

২। সজ্জামূলক ডিজাইনে-
i) পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের আনুপাতিক মিল বা সামঞ্জস্য রাখা হয়
ii) পোশাককে আরামপ্রদ ও উপযোগী করা হয়
iii) পাইপিং, অ্যাপ্লিক, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-১২.৩ ফ্যাশন চক্র, ফ্যাশন পরিবর্তন ও পোশাক শিল্পে ফ্যাশনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফ্যাশন চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্যাশন পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্যাশন পরিবর্তনের প্রভাবিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাক শিল্পে ফ্যাশনের ভূমিকা উপস্থাপন করতে পারবেন।

ফ্যাশন চক্র

পোশাকের ক্ষেত্রে ফ্যাশন চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। স্থান, কাল ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়। ফ্যাশনের স্থায়িত্ব খুবই অল্প সময়ের জন্য। কোন একটি স্টাইল যখন ফ্যাশনে পরিণত হয় তখন তা অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সকলেই তা গ্রহণ করে। তারপর ধীরে ধীরে সেটি বিলুপ্ত হতে থাকে। তবে ফ্যাশন সমূলে উচ্ছেদ হয় না। এটি পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুনরূপে আবার বর্তমানে ফিরে আসে। এভাবে ফ্যাশন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের একঘেয়েমি দূর হয়। ফ্যাশনে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটে। ব্যবসায়িক স্বার্থে বস্ত্র শিল্পগুলো নতুন ধরনের স্টাইলের মাধ্যমে নতুন ফ্যাশনের প্রচলন করে। উদাহরণস্বরূপ মোগল ফ্যাশনের অনুরূপ পায়জামা, পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি, কাপ্তান, লেহেঙ্গা, পাখি ড্রেস প্রভৃতি। অর্থাৎ, এগুলো পূর্বে ছিল বর্তমানে নতুনভাবে আবার এসেছে। মোট কথা ফ্যাশন একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসে। অর্থাৎ, প্রথমে কোন একটি ফ্যাশনের আবির্ভাব ঘটে। আস্তে আস্তে ফ্যাশনটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে এক সময়ে ফ্যাশনটি বিলুপ্তি ঘটে। আবার সময়ের পরিক্রমায় বিলুপ্ত ফ্যাশন ফিরে আসে। একেই ফ্যাশন চক্র বলে।

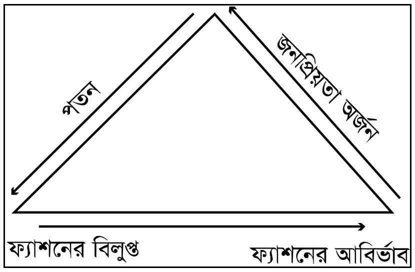

চিত্র ১২.৩.১ : ফ্যাশন চক্র

ফ্যাশন পরিবর্তন

মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাশনের পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনয়নে ফ্যাশন পরিবর্তন তরুণ সমাজকে বেশি আকৃষ্ট করে।

ফ্যাশন পরিবর্তনের কারণগুলো হলো-

i) পোশাকে নতুনত্ব আনয়ন করা
ii) একঘেয়েমি দূর করা
iii) নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা
iv) কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্মান ও অনুকরণ করা
v) পোশাকে আধুনিকতার ছোঁয়া আনয়ন করা
vi) পোশাকে বৈচিত্র্য আনা ইত্যাদি

ফ্যাশন পরিবর্তনশীল। ফ্যাশন পরিবর্তনের জন্য সমাজের পারিপার্শ্বিক বিষয় ও অবস্থা প্রভাব ফেলে। ফ্যাশন পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো-

ক) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ফ্যাশনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কোন দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্বভাবতই মাথা পিছু আয় বেশি হবে। ফলে মানুষ ফ্যাশন সচেতন হয় এবং নতুন ফ্যাশন গ্রহণে আগ্রহী হয়। অপর পক্ষে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে ফ্যাশন বৈচিত্র্যের কথা ভাবা যায় না। তখন মৌলিক চাহিদা পূরণই কষ্টসাধ্য হয়।

খ) **রাজনৈতিক প্রভাব :** রাজনৈতিক অবস্থা ফ্যাশনকে প্রভাবিত করে। যদি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করে তবে তার স্টাইল ফ্যাশনে পরিণত হয়। যেমন মুজিব কোট, জিন্না ক্যাপ ইত্যাদি।

গ) **সামাজিক প্রভাব :** সমাজ ব্যবস্থা ফ্যাশনকে প্রভাবিত করে। সমাজের ভাবধারা ফ্যাশনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন পাশ্চাত্যের শর্ট, স্কার্ট প্রভৃতি পোশাক আমাদের সমাজের গ্রহণযোগ্য নয়। আবার শহরের পোশাক গ্রামে গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ) **যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহারে সমস্ত বিশ্ব এখন নিজ ঘরের দরজায়। ফলে এক দেশের ফ্যাশন অন্য দেশকে প্রভাবিত করছে।

ঙ) **সমাজে মহিলাদের ভূমিকা :** সমাজে মহিলাদের ভূমিকার পরিবর্তন এসেছে। তারা বিভিন্ন অফিস আদালতে চাকরি করছে। তাদের পোশাকেরও বৈচিত্র্য বেড়েছে। বর্তমানে আরামদায়ক ও কার্যকরি পোশাকের প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে।

চ) **বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন :** বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের ফলে নতুন নতুন তন্তু ও বস্ত্রের আবিষ্কার ঘটছে। ফলে এসব তন্তু ও বস্ত্র দিয়ে সস্তা, টেকসই ও আরামদায়ক পোশাকের ফ্যাশন সৃষ্টি হচ্ছে।

ছ) **বিজ্ঞাপন :** বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষ কোন না কোন ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে নিত্য নতুন পণ্য ক্রয়ে তারা উৎসাহিত হচ্ছে।

জ) **শিক্ষা :** শিক্ষা মানুষকে ফ্যাশন সচেতন করছে। অনেকে ফ্যাশন ডিজাইনের উপর পড়াশুনা করছে। ফলে নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করে ফ্যাশনের প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

ঝ) **দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব :** ফ্যাশনে দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোন দেশের ফ্যাশন পরিবর্তন হলেও তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত ভাবধারাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেমন শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি ইত্যাদির বৈচিত্র্যকরণের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয়।

ঞ) **কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি :** কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি অনুযায়ী ফ্যাশনও পরিবর্তিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে শালীনতা রক্ষা করা, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামদায়ক ও টেকসই পোশাকের প্রচলন হচ্ছে। যেমন শাড়ির পরিবর্তে সালোয়ার কামিজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

পোশাক শিল্পে ফ্যাশনের ভূমিকা

পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে ফ্যাশনের ভূমিকা অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পোশাকের মাধ্যমেই কোন একটি ফ্যাশন জনপ্রিয়তা লাভ করে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ঘটায়। ফ্যাশনের পরিবর্তন উন্নত বিশ্বে বস্ত্র শিল্পকে যেভাবে প্রভাবিত করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। কেননা উন্নয়নশীল দেশের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত থাকায় ঘন ঘন ফ্যাশন পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাতে পারে না। আমাদের দেশে ফ্যাশন পরিবর্তন হলে কোন কোন ব্যবসায়ী কিছুটা লাভবান হলেও অনেকেই লাভবান হন না। তবে পাশ্চাত্য দেশে কমপক্ষে ৬ মাস পর পর ফ্যাশন পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশে যেহেতু খুবই অল্প সংখ্যক লোক ফ্যাশন গ্রহণ করে থাকে সেহেতু আমাদের দেশের অল্প সংখ্যক বস্ত্র শিল্পই সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তবে অনেকেই এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশীয় বস্ত্রের মাধ্যমে ফ্যাশনের প্রচলন হলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। যেমন কুমিল্লার খদ্দর, টাংগাইলের তাঁতের কাপড় ও শাড়ি, রাজশাহী সিল্ক, জামদানি প্রভৃতি প্রচলনের ফলে এসব পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটছে। ফলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের হাত হতে দেশ রক্ষা পাচ্ছে।

আশির দশকের প্রথম দিকে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসার বা বিস্তার ঘটে। ফলে আমাদের দেশের তৈরি পোশাক বিদেশে রফতানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের জনগণের মাঝে নিজ দেশের তৈরি পোশাককে ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করার মনোভাবের কারণে গার্মেন্টস শিল্পের বা তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানাগুলো দ্রুত গড়ে ওঠে। এ সমস্ত কারখানায় টি-সার্ট ট্রাউজার, স্কার্ট, সালোয়ার কামিজ, রাতের পোশাক প্রভৃতির জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে আমাদের দেশে বেক্সি জর্জেট ও বেক্সিভয়েল উৎপন্ন হচ্ছে। অল্প কদিনে এটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে ফ্যাশনে স্থান করে নেয়। এভাবেই ফ্যাশন পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারাংশ

পোশাকের ক্ষেত্রে ফ্যাশন চক্রাকার আবর্তিত হয়। কোন ফ্যাশন জনপ্রিয়তা অর্জনের কিছু কাল পরে আস্তে আস্তে বিলুপ্তি ঘটে। এটাই ফ্যাশন চক্র। ফ্যাশন বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভর করে, যেমন-আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কর্মক্ষেত্র, বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি ইত্যাদি। ফ্যাশন পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ফ্যাশনের প্রচলনের উদাহরণ কোনটি?

ক) ফেড জিনিস খ) মুজিব কোট

গ) শেরওয়ানি ঘ) পাখি ড্রেস

২। ফ্যাশন পরিবর্তনের কারণ হলো-

i) এক ঘেয়েমি দূর করা

ii) পোশাকে বৈচিত্র্য আনয়ন

iii) কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুকরণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পোশাক সভ্যতার আদি নিদর্শন। একটি দেশের পরিচয় বহন করার মাধ্যম হিসেবে পোশাক ব্যবহৃত হয়। পোশাক মানব দেহের আবরণ, আভরণ ও আচ্ছাদন। পোশাক পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শালীনতা রক্ষা করা, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, শীত গ্রীষ্ম বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করা।

বর্তমানে বিশ্বের জনগণ কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করছে। সেই সাথে তাঁতবস্ত্রের সহজলভ্যতা, স্বল্পমূল্য ও ব্যবহার উপযোগিতা উপলব্ধি করে তাঁতবস্ত্র ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। ফলে তাঁত শিল্পের প্রসার বা উন্নয়ন ঘটছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ চেক, খদ্দর ও অন্যান্য তাঁতবস্ত্র উৎপাদন ও রফতানী হচ্ছে ব্যাপকভাবে। শুধু তাই নয় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের ফলে একদিকে যেমন শিল্পায়নের সুযোগ হচ্ছে অন্যদিকে দেশের বেকার সমস্যাও সমাধান হচ্ছে।

সম্প্রতিকালে মহিলাদের পোশাক তৈরিতে টেরিভয়েল বস্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে এটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়-

১। **পারিবারিক আয় :** পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় এবং সময় পারিবারিক আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। পারিবারিক আয় বেশি হলে পোশাকে ক্রয়ের সময় ফ্যাশনসম্মত আরামদায়ক পোশাকের মূল্য বেশি হলেও সেটি ক্রয় করা সম্ভব। আবার পারিবারিক আয় কম হলে অল্প দামে গ্রহণ উপযোগী পোশাক ক্রয় করতে হয়। এতে অনেক সময় সন্তুষ্টি থাকে না।

২। **পোশাক পরিধানকারীর বয়স :** পোশাক পরিধানকারীর বয়স বিবেচনায় রেখে পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে। বয়সভেদে পোশাকের চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে। ছোট শিশুরা চঞ্চল থাকে, তারা দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ফলে অতি অল্প সময়ে তারা পোশাক ময়লা করে। এছাড়াও তাদের পোশাক যেন আরামদায়ক, ঢিলেঢালা ও সহজে পরা ও খোলা যায় সেদিকে খেয়াল রেখে পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে। কিশোর কিশোরীদের পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় ফ্যাশনসম্মত কিনা সেটা বিবেচনা করতে হবে।

৩। **দৈহিক গঠন :** পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় দৈহিক গঠনকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেহের গঠন একেক জনের একেক রকম। একজন হালকা পাতলা, লম্বা মেয়ের জন্য যে পোশাক প্রযোজ্য মোটা, বেঁটে মেয়ের জন্য তা বেমানান।

৪। **স্ত্রী পুরুষভেদে :** স্ত্রী পুরুষের পোশাকের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রক, স্কার্ট, টপস, সালোয়ার, কামিজ, শাড়ি ব্লাউজ প্রভৃতি মেয়েদের পোশাক হিসেবে বিবেচিত। অপরপক্ষে শার্ট, টি-শার্ট, ধুতি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি ইত্যাদি পুরুষের পোশাক হিসেবে স্বীকৃত। নারী এবং পুরুষের কথা মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।

৫। **অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য :** পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন মিলাদ মাহফিলের পোশাকের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ ও ফ্যাশনসম্মত পোশাক এবং মিলাদ মাহফিলে সাদামাটা হালকা রং এর পোশাক মানানসই হয়।

৬। **পদমর্যাদা ও পোশাক :** পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় পদমর্যাদা ও পেশার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। পেশাগত কাজের সময় নিজস্ব পেশা অনুযায়ী পোশাক পরিধান করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, আর্মি, প্রত্যেকের কাজের সুবিধা অনুযায়ী পোশাক ভিন্ন। পোশাকই বলে দেয় ব্যক্তির পেশা।

৭। **সৌন্দর্য ও মানানসই :** ব্যক্তির জন্য মানানসই ও ব্যক্তির সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক এমন পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আর্থিক দিক বিবেচনায় আনতে হবে।

৮। **যত্ন ও ব্যবহারের সুবিধা :** পোশাক নির্বাচনের সময় সহজে যত্ন নেয়া যায় এবং ব্যবহার সুবিধা আছে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কর্মব্যস্ততার কারণে প্রত্যেকেই আরামদায়ক ও সুবিধাজনক পোশাক বেশি পছন্দ করে।

৯। **বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি :** বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের তন্তুর পোশাক পাওয়া যায়। এক এক তন্তুর বৈশিষ্ট্য, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন হয়। যেমন- সুতির পোশাক সস্তা, আরামদায়ক, টেকসই, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধাজনক।

১০। **স্থায়িত্ব :** পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় পোশাকের স্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করতে হবে। হালকা বুনন অপেক্ষা ঘন বুননের কাপড় বেশি মজবুত ও টেকসই। এ সমস্ত কাপড় ধোয়ার সময় সংকোচিত হয় না ফলে আকৃতিও নষ্ট হয় না।

এছাড়াও পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। পোশাকেই ব্যক্তিকে সামাজিক মর্যাদা দান করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিশুর পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবেন তা লিখুন।

সারাংশ

পোশাক নির্বাচন ও ক্রয়ের সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। আয়, বয়স, দৈহিক গঠন, লিঙ্গ, উপলক্ষ্য, পেশা, ব্যবহারের সুবিধা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখেই পোশাক নির্বাচন ও ক্রয় করা উচিৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পোশাক পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য কী কী?
ক) শীত গ্রীষ্মের হাত থেকে দেহকে রক্ষা, শালীনতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা
খ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা
গ) ব্যক্তির পদমর্যাদা রক্ষা করা
ঘ) দৈহিক গঠনের ত্রুটি লাঘব করা

২। পোশাক নির্বাচনের সময় বিবেচ্য বিষয় হলো-
i) আয়
ii) বয়স
iii) লিঙ্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কাজল একটি তৈরি পোশাকের দোকানের মালিক। সে সবসময় তার দোকানে নিত্যনতুন ও চলতি ডিজাইনের পোশাক রাখে। তাই তার দোকানে তরুণ তরুণীদের ভিড় লেগেই থাকে। কাজল তার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে ফ্যাশনের ভূমিকা অসীম।

ক) ফ্যাশন বলতে কী বোঝায়?

খ) স্টাইল কীভাবে ফ্যাশনে পরিণত হয়?

গ) কাজলের দোকানে বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের ভিড়ের কারণ কী?

ঘ) কাজলের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ফ্যাশন ও স্টাইল বলতে কী বোঝায়?

২। ফ্যাশনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

৩। স্টাইলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৪। ফ্যাশন ও স্টাইলের পার্থক্য দেখান।

৫। পোশাকের ডিজাইন বলতে কী বোঝায়?

৬। গঠনমূলক ডিজাইন ও সজ্জামূলক ডিজাইনের উদাহরণসহ পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৭। ফ্যাশন চক্র বুঝিয়ে দিন।

৮। ফ্যাশন পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

৯। পোশাকশিল্পে ফ্যাশনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ফ্যাশন পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

২। পোশাক নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১ : ১। ক, ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.২ : ১। খ, ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৩ : ১। খ, ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৪ : ১। ক, ২। ঘ